অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। বৈশাখী মেলা, বাংলা মাস এবং বৈশাখী প্রার্থনা।।

বৈশাখী মেলাঃ

পহেলা বৈশাখ বাঙালি ঐতিহ্যের উৎসব। বাঙালি আপন আনন্দে ভাসে এই দিনে। যেখানে বাঙালি সেখানেই পহেলা বৈশাখ - বৈশাখী মেলা। পহেলা বৈশাখে তাই নববর্ষের ইতিহাসটাও মনে করা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন কিভাবে এলো এই বৈশাখী মেলা। কেমন করে হলো বাংলা মাসের নামগুলো।

মুঘলদের আমলে হিজরী দিনপঞ্জি দিয়ে কৃষি খাজনা আদায় করা হতো। যেহেতু হিজরী দিনপঞ্জি ছিলো চাঁদের হিসেবে তাই ফসল ঘরে তোলার সাথে খাজনা দেয়ার হিসেব মেলানো খুব কষ্টকর ছিলো। অর্থাৎ যখন খাজনা দেবার সময় হতো তখনো ফসল মাঠে। কৃষকরা খাজনা দিতে পারতো না পরিনামে চরমভাবে নির্যাতিত হতো। ওদিকে রাজ কোষাকারে খাজনা অনাদায়ে অর্থের ঘাটতি দেখা দিতো। ভূস্বামী জমিদার মহাজনেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। এ সকল সমস্যাকে আমলে এনে সম্রাট আকবর বললেন দিনপঞ্জির ধারা বদলাতে হবে যাতে কৃষককে আর নির্যাতিত হতে না হয় ওদিকে রাজ কোষাগারেও একটা স্বচ্ছলতা আসে। সে সময়ে ফতেহউল্লাহ সিরাজী নামে খ্যাতনামা একজন পন্ডিতজন ছিলেন যিনি জ্যোতির্বেত্তা হিসেবেও সকলের কাছে অধিক সম্মানিত। তো, সম্রাট আকবর তাঁকে দায়িত্ব দিলেন নতুন দিনপঞ্জি তৈরীর। চন্দ্রের হিজরী আর সৌরের গানিতিক হিসেবনিকেশ করে তিনি তৈরী করলেন "ফসলী সন"। এই ফসলী সন চালু হলো ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ থেকে কিন্তু এটাকে হিসেবে ধরা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনের আরোহণের সময় থেকে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। পর্য্যায়ক্রমে এই 'ফসলী সন' পরিচিতি পেলো বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ হিসেবে। পহেলা বৈশাখ উদযাপনও শুরু হয় আকবরের রাজত্বকাল থেকে। তবে কারো

কারো মতে বাংলা সনের শুরু করেন রাজা শশাঙ্ক যিনি খ্রিস্টাব্দ ৬০০ থেকে ৬২৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তবে বাংলা সন যেভাবেই শুরু হোক না কেন মুঘল আমলেই প্রশাসনিক কাজে বাংলা সন প্রথম ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায় পহেলা বৈশাখের উৎসবও শুরু হয়েছিলো সম্রাট আকবরের সময় থেকেই।

তখন নিয়ম হয়েছিলো চৈত্রের শেষ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে তুলে খাজনা পরিশোধ করতে হবে। পরদিন নতুন বছরের নতুন দিনে ভূস্বামী জমিদার মহাজনেরা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। প্রজারাও খাজনা দিতে পেরে স্বস্তি পেতেন। সবার মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার। সেটাই সবাই মিলে উদযাপন করতে মেলা বসিয়ে একটা হৈ চৈ হুল্লোড়। বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই তা শুরু। এবং চললো কয়েকদিন ধরেই। তবে পহেলা বৈশাখের যে প্রধান পর্ব তা হলো নতুন "হালখাতা" বা হিসেবের খাতা খোলা। পুরোনো খাতার হিসেবনিকেশ চুকিয়ে নতুন খাতা খোলা। ভুস্বামী আর প্রজাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা। তখন কৃষকের ঘরেও ফসল তাই মেলা, হৈ চৈ আর, হাসি আনন্দে তো কোন বাধা নেই।

এ ভাবেই বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ প্রধাণতঃ গ্রামেগঞ্জে পালিত হয়ে আসছে যুগ যুগান্তরে। শহরভিত্তিক পহেলা বৈশাখ পালিত হচ্ছে ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশেষ করে তদানিন্তন পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা সংস্কৃতিতে চরম আগ্রাসনের সময় থেকে। সময়টা তখন এমন যখন কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে বলতে হতো তাহজিব-তমুদ্দুন। নজরুলের কবিতায় মহাশ্মশানকে পড়তে হতো গোরস্থান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা গানও অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। ঠিক তেমন একটি সময়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখে ছায়ানট। বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে দলিত করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে ১৯৬৫ সালের পহেলা বৈশাখে ছায়ানট রমনার বটমূলে অনুষ্ঠান করা শুরু করেলো। এরপর স্বাধীনতার এক বছর পর ১৯৭২ সাল থেকে পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় উৎসব হিসেবে পরিচিত লাভ করলো এবং উত্তরোত্তর এর কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ১৯৮০ সালে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট পহেলা বৈশাখে বৈশাখী পদযাত্রা যোগ করে পহেলা বৈশাখকে সার্বজনীন জাতীয় উৎসবে পরিনত করলো। এখন দেশজুড়ে পহেলা বৈশাখ একটি জাতীয় উৎসব এবং এটা সরকারি ছুটির দিন। সেই দেশের মানুষ এখন

পৃথিবীর যে প্রান্তেই আছে সে প্রান্তই উৎসব মুখরিত হয়ে উঠছে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে। দেশে প্রবাসে বাঙালির সবচে বড় এবং উৎসবের পরব আজকের বৈশাখী মেলা। যে লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন ব্যবসায়িক দিক ব্যতিরেকে তা হলো জীর্ন পুরাতন ঝেড়ে মুছে নতুন প্রেরণায় অন্তরের বন্ধন। সামাজিক বন্ধন। সাংস্কৃতিক বন্ধন। মিতালীর বন্ধন। একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধন। একে অপরকে সম্মানিত করার বন্ধন।

বাংলা মাসঃ

বাংলা মাসের নামকরণ নিয়ে নানান সব গল্প আছে। কেউ কেউ খনার বচনের কথাও বলেন। কেউ বলেন আকাশের কতেক নক্ষত্রের উপর ভিত্তি করে বাংলা মাসগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। কে করেছেন কবে করেছেন বলা মুশকিল তবে তারাগুলোর নাম জানতে কোন দোষ নেই। যেমন, বৈশাখ মাসের নাম হয়েছে- বিশাখা নক্ষত্র থেকে, তেমনি জ্যৈষ্ঠ- জ্যেষ্ঠ নক্ষত্র থেকে, আষাঢ় - অষাঢ়া নক্ষত্র থেকে, শ্রাবণ- শ্রাবণ নক্ষত্র থেকে, ভাদ্র- ভাদ্রপদা নক্ষত্র থেকে, আশ্বিন- অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে, কার্তিক- কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে, অগ্রহায়ণ- অগ্রাইনে নক্ষত্র থেকে, পৌষ- পুশ্য নক্ষত্র থেকে, মাঘ- মঘা নক্ষত্র থেকে, ফাল্গুন- ফাল্গুনী নক্ষত্র থেকে, এবং চৈত্র- চিত্র নক্ষত্র থেকে।

বৈশাখী প্রার্থণাঃ

আজ থেকে ১১৭ বছর আগে ১৩০১ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নববর্ষে" শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসে। নববর্ষে ওটাই ছিলো কবির প্রার্থনা। সে কবিতার অংশ বিশেষ দিয়ে আমার প্রার্থণাটাও শেষ করবো:

নিশি অবসান প্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত।
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।

শত্রু হও, বন্ধু হও, যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো।

পুরাতন বরষের সাথে।
পুরাতন অপরাধ যত।
... ...

ওই এলো এ জীবনে নূতন প্রভাতে
নূতন বরষ।
মনে করি প্রীতিভরে বাঁধি হাতে হাতে
না পাই সাহস।
নবঅতিথিরে তবু, ফিরাইতে নাই কভু
এসো এসো নূতন দিবস!
ভরিলাম পূন্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গলকলস।

(লেখাটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া-র এবারের বৈশাখী মেলার সংকলনে প্রকাশিত, কৃতজ্ঞতা গাউসূল আলম শাহজাদার কাছে)